তিলোত্তমার বাসনা

--নির্ঝর পাল

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি বিনিসুতোয় গ্রন্থন করে চলেছি এক অখন্ড মালা, আর সেই মালা গ্রন্থনের পথে পথে আমার গ্রথিত মালা থেকে খসে খসে পড়েছে শত সহস্র পুষ্পরাজি, আর সেই পুষ্প সুবাসে সুবাসিত হয়েছে তোমাদের সভ্যতা।

আমার বুকেই নন্দনের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন, তোমাদের কবিগুরু- রবীন্দ্রনাথ। আমাকে 'মা' বলে, 'দেবী' বলে সম্বোধন করেছিলেন তিনি, যাঁকে তোমরা 'সাহিত্য সম্রাট' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলে, আমার হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত হয়েছিল আরেক দীপ্ত হিরন্ময় সত্তা, যাঁর নাম- বিদ্যাসাগর। যুগে যুগে কত কবির গানে, কত সাহিত্যিকের ছোঁয়ায় আমি হয়েছি বন্দিতা, হয়েছি পূজিতা।

তোমাদের জন্য, তোমাদের উন্নতির জন্য নিজের বিলাসবৈভব ত্যাগ করে, আমার বুকেই আয়ার্ল্যান্ড দুহিতা মার্গারেটের অবাধ পদসঞ্চার 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' তে শান্তি বাণী প্রেরণ করলেন, আরেক প্রবাসী- আত্মজা, যে আমার কল্লোলিনী রূপ মাধুরীতে এসে নাম নিয়েছিলেন মাদার টেরেসা। আমার শান্ত নিরালা গৃহকোণে বিশ্বকবি শান্তির আবাস শান্তিনিকেতন স্থাপন করলেন, আমি ধন্য হলাম দক্ষিণেশ্বর- বেলুড়মঠকে বুকে ধারণ করে, ধন্য হলাম লালকেল্লা-তাজমহলের স্পর্শে। আমি অভিভূত, হলাম মহাবলীপুরমের, অজন্তা-ইলোরার স্থাপত্যে আমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, মুগ্ধ হলাম দিগন্তবিস্তারী সাগরের সুনীল জলধিকে আমার চরণবন্দনা করতে দেখে।

আবার আমারই বুক চিরে তোমাদের সুখের জন্য আমি তৈরী করেছি, মেট্রো, তৈরী করেছি ট্রামলাইন, তৈরী করেছি কত না রেলপথ, তৈরী করেছি কতই না সুখের আতিশয্য।

কিন্তু আজ কোথায় রবীন্দ্রনাথ- বিবেকানন্দ- সুভাষের পারিজাতের সুবাস ? আজ হিংস্র কীটদংশনে আমি কীটদ্দষ্ট। প্রতিদিন আমার বক্ষ পঞ্জর ভেঙে যায় প্রোমোটারের বুলডোজারের আঘাতে আঘাতে। আজ আমার বক্ষে নোংরা রাজনীতিবিদের পদস্থাপন, আমার বক্ষতল রঞ্জিত হয় নিরীহ মানুষের বক্ষ রক্ত ধারায়। আমি চোখ মেলে তোমাদের প্রগতিবাদী সভ্যতার নীরব সাক্ষী হয়ে দেখি, পতিতালয় ভরে যায়, তোমাদের মতো ভদ্র মুখোশধারীদের মিছিলে, তারপরও তো ধর্ষণের খবর খবর-কাগজকে লজ্জায় মুখ লুকোতে বাধ্য করে। আমার বুকেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল দিয়ে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল, তোমাদের আজকের এই তিলোত্তমা সভ্যতা, আর আজ তোমাদের দর্পচূর্ণ করার জন্য আমার বুকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে 'কালব্যাধি'র প্রতিনিধিরা।

দেখো, ভালো করে তাকাও মাথার উপরের অসীম শূন্যতায়। সেখানে সুনীল আকাশ নেই। তোমাদের পাপের ধোঁয়া মেঘ হয়ে তাকে করেছে ঘনকৃষ্ণবর্ণ, এখুনি উঠবে প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সমস্ত বিশ্বচরাচর স্তব্ধ হয়ে যাবে। প্রচন্ড বৃষ্টি ধারায়, বজ্রপাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, চূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদের আধুনিক সভ্যতা, উন্নত সভ্যতা, প্রগতিশীল সভ্যতা।

আমি শুধু তাকিয়ে দেখব, আর অপেক্ষা করব, আমার বুকেই হ্যাঁ হ্যাঁ এই কল্লোলিনীর বুকেই নেমে আসুক নব ঊনবিংশ শতাব্দী, ধন্য হবে আমার জীবন, সেই নব শতাব্দীর আলোকদূতদের স্পর্শলাভে, গড়ে উঠবে পুন্যস্নাত এক নব সভ্যতা, যেখানে নেই কোনো কলঙ্ক, নেই কোনো কালিমা, শুধুই আলো, শুধুই 'আলোয় আলোকময়'।